১৮-০৭-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমারা কেবলমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের যোগদান সমগ্র বিশ্বের জন্যই। এই স্মরণের যোগেই সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হয়ে যাবে এবং তোমরাও ভব-সাগর পার হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- অন্তিম সময়কালে বাপদাদা স্বয়ং কোন্ বাচ্চাদেরকে সামলে রাখেন ?

উত্তর :- ১) যে বাচ্চারা অনেক পূর্ব থেকেই কাঁটার মতন পতিত আত্মাদেরকে ফুলের মতন পবিত্র বানাবার সেবায় তৎপর থাকে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়, সেইসব বাচ্চাদের অন্তিম সময়ে বাবা স্বয়ং তাকে সামলে রাখেন। বাবা জানাচ্ছেন- ওনাকে সাহায্যকারী বাচ্চাদেরকে তিনি ওয়ান্ডারফুল সব দৃশ্য দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। অন্তিম তারা খুব সুখও পায় এবং আরও নানাপ্রকারের সাখ্যাৎকার হতে থাকবে তাদের।
২) "এক ও একমাত্র বাবা, অন্য আর কিছুই যে নেই জীবনে"- এই পাঠে পাক্কা যে হয়, এমন বাচ্চারাই বাবার সাহায্য পায়।

গীত :- ওগো আমার প্রিয় থেকেও প্রিয়তম, এবার এসে মিলন কর ....

ওঁম্ শান্তি ! প্রীতম (প্রেমিক)আর প্রেমিকারা। প্রেমিক একজন আর প্রেমিকা অনেক। সেই প্রমিকারাই তাদের প্রিয় প্রেমিক অর্থাৎ ভগবানকে ডাকছেন। এত-এত ভক্তরা কেন ডাকে ওনাকে ? --সুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। যেমন কুমারীরা তাদের প্রেমিককে ডাকে- প্রিয় এসো আমার কাছে। কিন্তু কেন ? --সুখ পাবার জন্য। বিবাহের পূর্বে যে বাগদান হয় তা তো সুখ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু বাচ্চারা এখন যথার্থই বুঝতে পারে, বর্তমান সময়কালে এই রাবণ-রাজ্যে, কোনো প্রিয়র দ্বারাই সে সুখের প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্যে সুখ বলে কিছু নেই। তাই তো প্রেমিকারা সবাই শোক-বাটিকায় বসে ভগবানকে ডাকতে থাকে। কিন্তু যে সময়কালে দুনিয়ায় অশোক-বাটিকা থাকে, তখন কিন্তু ওঁনাকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তখন কোনও দুঃখ বা শোক থাকেই না, তাই ওনাকে ডাকার প্রয়োজনই বা কি ? দুঃখে পড়লে তবেই তো প্রিয়কে স্মরণ করবে, তবেই তো প্রিয়কে পাবে। তারপর আবার অর্দ্ধ-কল্পের জন্য প্রিয়কে আর স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। এখন তো তোমাদের সে জ্ঞান হয়েছে। সবার থেকে মিষ্ট, সবার পছন্দের প্রিয়তম কেবল এই একজনই - যিনি পরমপিতা-পরমাত্মা, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যা এই জগতের কোনও মানুষ্যই নিজেকে এমন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর দাবী করতে পারে না। (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদিও লোকেরা বলে থাকে, ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী। এমন কি নিজেদেরকে 'শিবোহাম্' (অর্থাৎ শিবেরই সমতুল্য) বলে থাকে অনেকে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ থাকে। যেমন, সাধ-ুসন্ন্যাসীদের মধ্যে যে উচ্চস্তরের হয়, অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীরা তাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে। কিন্তু সবার থেকে উচ্চ ও তার থেও উচ্চ, সর্ব্বোচ্চ, এক ও একমাত্র এই প্রিয়তম, পরমপিতা পরমাত্মা- যা সবাই জানে। তাই তো সবাই ওনাকেই স্মরণ করে। যদিও তা সুখ-সমৃদ্ধি পাবার জন্য। যখনই খুব দুঃখ-দুর্দশা হয়, তখন একসাথে অনেকে মিলে সেই প্রিয়কেই স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের অর্থাৎ বি.কে.-দের এখন আর তেমন দুঃখের অনুভব হয় না। অতি নিকটেই যে খুব দুঃখের দিন আসছে। তখন যাকে আহ্বান করবে, সে তো অবশ্যই আসবে। আর তাই তো এই বাবাও এসেছেন। এমন বাবার

আপন হতে পারলে উত্তরাধিকার সূত্রে এক-সেকেণ্ডেই অবিনাশী সুখের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। অবশ্য এর জন্য বাচ্চাদের ধারণাতে নিশ্চয়তা থাকতে হবে - আমি এমন বাবার পোষ্য হয়েছি যে, এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছি।

কোনও (জাগতিক) বাচ্চা জন্মাবার সাথে সাথেই সে তার বাবার কোলের অধিকার পায়, আর কোলে গিয়ে বাচ্চারও নিশ্চয়তা আসে যে সে বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা। আর তোমাদের এই বাবা তো অসীম-বেহদের বাবা। সুতরাং এমন বাবাকে অবশ্যই খুব ভাল রীতিতে জানা উচিত। ওনাকে বোঝার মধ্যে কোনও গাফিলতি থাকা উচিত নয়। বাচ্চা তো অনেকেই হয়, কিন্তু সেই বাচ্চাই প্রকৃত বাচ্চা, যাকে দেখলে লোকে বলবে অমুকের বাচ্চা-অর্থাৎ 'সন শোস্ ফাদার'। তখন আর কারওকে পরিচয় করাতে হয় না। এখানেও তেমনি অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমারী ও ব্রহ্মাকুমার আছে, একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান ছাড়া আর কারও এত সংখ্যায় বাচ্চা হয় না। কৃষ্ণও দৈবী-গুণ সম্পন্ন মানুষ মাত্র। কোনও মানুষেরই এত অধিক বাচ্চা হতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রাও তা জানো। প্রকৃত অর্থে তোমরা কিন্তু শিববাবারই সন্তান। তাই তো তোমরা জোরের সাথেই বলতে পারো, কোনও মানুষেরই এত অধিক বাচ্চা হতেই পারে না। তাই তো তোমরা এত অধিক সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমারী ও ব্রহ্মাকুমার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো এই কারণেই প্রসিদ্ধ। লোকেরাও কিন্তু স্মরণ করে সেই ত্রিকালর্শী পরমাত্মাকেই, অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবানেরই এত অধিক সংখ্যায় বাচ্চা হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো নিরাকার যখন সাকার রূপে আসবে, একমাত্র তখনই তো তোমাদের পোষ্য নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে আবার শরীরধারী না হলে কোলেই বা নেবে কি প্রকারে ? এখন কিন্তু তোমারা সেই ঈশ্বরের কোলেই বসে আছো। তোমরা এও বুঝেছো, উনিই তোমাদের প্রকৃত প্রিয়তম। যিনি সবার থেকে মিষ্ট স্বভাবের, সর্বাধিক ভালবাসার যোগ্য। সর্বাধিক ভালবাসার ব্যক্তিকেই তো প্রিয়তম বলা হয়। তোমরা এও জানো, তোমাদের এই প্রিয়তম সর্ব্বোচ্চ প্রিয়তম, যার দ্বারা তোমরা প্রেমিকাদের স্বর্গ-সুখ প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ এখন তোমরা যার সম্মুখে বসে আছো। ভক্তি-মার্গে তো এ বিষয়ে কত প্রকারের গীতও রচিত হয়েছে - "রামের নাম নিলেই মানুষ্য ভব সাগর পার হয়ে যায়।" তাই তো এত বেশী করে রামের নাম-কীর্তণ করতে থাকে। যেমন লোকেরা গঙ্গা-নদীকেই পতিতপাবন ভাবে। গঙ্গায় গিয়ে লোকেরা পাতার উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ঠিক যেমন দেখানো হয়, অশ্বত্থ পাতায় কৃষ্ণ শুয়ে আঙুল চুষতে চুষতে সাগরের জলে ভেসে যাচ্ছে। তারই স্মৃতিতে পাতায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেয়, আত্মার প্রতীক এই প্রদীপ। এখনকার মানুষদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানটাই যে নেই। তাই এটাই তাদের কাছে রীতি-নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বলতে থাকে - আত্মা ভবসাগর পারে যাচ্ছে। পরম পিতা পরমাত্মাকে সংসার রূপী সাগরের, নৌকার মাঝিও বলা হয়। যিনি তোমাদের বিষয় (বিষ) সাগরের ওপারে নিয়ে যান। এই কথাটাকেই লোকেরা রীতি-রেওয়াজ বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে বাবা স্বয়ং তোমাদের আত্মার প্রদীপ জ্বালান। এইসব রীতি-নীতি তারই প্রতীক।

পরমধাম অর্থাৎ নিজ ঘরে আত্মাকে তো যেতেই হয় তার বর্তমান শরীর ছেড়ে। তোমরা এও জানো- আত্মা এখানকার এই অজ্ঞান সাগরের ওপারে (ভব সাগরে) যায়। আর তা পার করাবার এক ও একমাত্র মাঝি এই বাবা। গঙ্গা নদীকে কি আর মাঝি বলা যায় ? - মোটেও না। মাঝি কিম্বা প্রিয়তম, সে তো যাত্রীর সাথে-সাথেই থাকবে। এইভাবেই সবাইকে একসাথে ওপারে নিয়ে যান উনি। যদিও লোকেরা তাকে ভিন্ন-ভিন্ন বহু নাম রেখে, সেই নামেই ডেকে থাকে। কিন্তু এমনটা

মোটেই নয় যে, বাস্তবিকই কোনো নৌকা বা স্টীমারে বসিয়ে পার করান উনি। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা কিন্তু তা জানো, কিভাবে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হয়। তখন মুখ দিয়ে রাম-রাম জপার দরকার পড়ে না। অথচ মানুষেরা বলে রাম-রাম জপতে। তাদের ধারণা, এইভাবে তারা নামের দান করছে। বাবা তো দাতা, উনি কেবল দানই করেন- তাও আবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের। বাবা বাচ্চাদের বলেন- "মিষ্টি-মিষ্টি আদরের আত্মারা, তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবাকে এই স্মরণের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের জন্যই যোগদান হয়ে যায়। তাই লাগাতার শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। প্রকৃত অর্থে রাম অর্থাৎ পরমপিতা, যা পরমাত্মাকেই বলা হয়। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা তার সাথে আবার জুড়ে দেয় "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।"

বাচ্চারা, এখন তো তোমরা এই অবিনাশী ড্রামাকে জানতে পেরেছো, এমন কি স্বর্গ-রাজ্য থেকে শুরু করে সবকিছুই জানো তোমরা- কে কখন অবতীর্ণ হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, কার পরে কে আসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে যা কিছুই ঘটে চলেছে এবং ঘটবে- তা সবই খোঁদিত আছে এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। এই যে ভোগ ইত্যাদি নিবেদন করা হয়, এগুলিও খোঁদিত আছে সেই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। এসব নতুন কিছু নয়। তোমরা কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাটকের অভিনয়কারী মাত্র। তোমরা এও জেনেছো, যার যার নিজের-নিজের অভিনয় শেষ করে আনন্দ সহকারে ঘরে ফিরে যেতে হবে আপন ঘরে।

কেউ মারা গেলে লোকেরা বলে, সে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু একমাত্র বি.কে.-রা জানো, স্বর্গবাসী হবার জন্য তেমন পুরুষার্থ করার প্রয়োজন, যা কেবল তোমরাই এখন করে চলেছো। কেউ কেউ আবার এই উদ্দেশ্যে কাশীবাসীও হয়। সেখানে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসবাসও করতে থাকে। যেহেতু সেখানে শিবের মন্দির আছে। যাতে সর্বক্ষণই শিবের স্মরণে থাকতে পারে। তারা যেমন গঙ্গার স্তুতি কীর্তন করে, তেমনি করে শিবের। গঙ্গায় গিয়ে নিজেকে কেউ আত্মহূতি দেয় না কিন্তু (পবিত্র হয় না)। সর্বদাই চির পবিত্র এক ও একমাত্র পতিত-পাবন শিব। এটাই বাস্তব সত্য। তাইতো সেখানে শিবকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক পূর্বে, শিবের উদ্দেশ্যে একটা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে বলি দিত। এ বিষয়ে বেনারস-বাসীদেরকে তোমরা খুব ভাল রীতিতে জ্ঞান শোনাতে পারো। তাদেরকে বলবে- "তোমরা এমন স্থানে বসবাস করছো যা গঙ্গার ধার, আবার নিকটেই শিব মন্দিরও। তবুও কেন শিবের উদ্দেশ্যে তোমাদের এই আত্মহূতি ? আচ্ছা, পতিত-পাবন কে, শিব নাকি গঙ্গা ? বাস্তবে পতিত-পাবন তো একমাত্র শিব। আত্মহূতি দিতে হলে তা তো ভগবানের কাছেই দেওয়া উচিত। ভগবান স্বয়ং তো আর ওনার নিজের কাছে নিজের আত্মহূতি দিতে পারেন না- যা সম্ভবও নয়। আবার এটাও সত্য নয় যে, তুমিও ভগবান - আমিও ভগবান। ভগবান কখনই পতিত হতে পারে না, তাই পবিত্রতার জন্য গঙ্গা-স্নানের প্রয়োজন নেই।" --এই যুক্তিতেই ভগবানকে সর্বব্যাপী বলাকে ভুল প্রমাণ করতে পারো। তার আগে তাদের বোঝাতে হবে, পতিত-পাবন একমাত্র শিব। বি.কে.-দের এই পয়েন্টগুলি দেওয়া হয়, লোকেদের বোঝানোর জন্য। কাশীর বিষয়ে এই সুন্দর পয়েন্টের উপরে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটা খুবই সহজ। কাশীতে যখন শিবের মন্দির আছে, তবে তো শিব এখানে কখনও না কখনও এসেই থাকবেন। শিবকে সর্বদাই বাবা বলা হয়। যদিও ওনার নিজস্ব কোনো শরীর নেই। আবার এই শিব নামের অনেক বাচ্চাও আছে এবং কৃষ্ণ নামেরও লক্ষ-লক্ষ বাচ্চা আছে। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণের অবস্থান তো সেই সত্যযুগে। কৃষ্ণের ভক্তরা তো কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে তাকেই পূজো করতে থাকে। যদিও মানুষকে অবশ্য পূজো করে না।

এতেও তো প্রমাণ হয়ে যায়, কৃষ্ণের অবস্থান একমাত্র সত্যযুগেই। লোকেদের তো এটাই জানা নেই, রাধা-কৃষ্ণ প্রকৃত কারা ? তারা কখন পায় সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার। বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এগুলির ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন বাবা।

বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে স্বাদর্শন চক্রধারী। বিষ্ণুর নামের সাথে এই স্বদর্শন-চক্রধারী গুণে কিভাবে ভূষিত হলো, কিম্বা কি এমন করেছিল - তা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না। তোমাদের বাবা তো নিরাকার। তবে বিষ্ণুর হাতে এইসব হাতিয়ার এলোই বা কিভাবে - যার প্রকৃত অর্থ কেউই জানে না। কিন্তু বি.কে.-রা তা জানো, এসবই যে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে খোঁদিত আছে। তাই ভক্তি-মার্গের যেসব চিত্রকারেরা পূর্বেও এই চিত্র বানিয়েছে, তারাই আবার করে সেই একই চিত্র বানিয়েছে। এসব কিছুই হয় পূর্ব নির্ধারিত অনুসারে। ড্রামার অর্দ্ধ-কল্প ভক্তি-মার্গের অনুসারে আর অর্দ্ধ-কল্প চলে জ্ঞান-মার্গ অনুসারে। যা কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো। তাই তো তোমরা এত মজা পাও। তোমরা তোমাদের প্রকৃত প্রেমিককেও জানো। কিন্তু যারা মিথ্যা প্রেমিক তাদের সাথে প্রকৃত প্রেমিকের তফাৎটাও এখন উপলব্ধি করতে পারছো। আসল প্রেমিক আর নকল প্রেমিকের তফাৎ তো নিজেরাই বুঝতে পারো। পত্নী ভালবেসে তার পতিকে প্রেমিক বলে থাকে। তোমরা প্রেমিকারা এখন তা বুঝতে পারছো, তোমাদের এই প্রেমিক কত মিষ্ট স্বভাবের, যে প্রেমিককে তোমরা পেয়েছো। একদিকে যেমন ওনাকে পিতা বলা যায় অন্যদিকে তেমন আবার প্রেমিকও বলা যায়। বাবার ভালবাসাই যে প্রকৃত ভালবাসা। তার উপর আবার এই বাবার থেকেই তো অবিনাশী আর্শীব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক প্রমিকের কাছ থেকে তো তা আর পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে প্রেমিকা মনে করলে কিম্বা বাচ্চা মনে ভাবলেও সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার স্বাদ পাওয়া যায়। শিবকে তো সর্বদা বাবা বলাই হয়। শিববাবাকে কিন্তু শিবপতি বলা হয় না কখনও। তাই এখন আর তোমাদের শিবনাম জপ করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো।

নতুন কোনও বাচ্চা এলে, তাকে প্রশ্ন করা হয় - "কখন থেকে তুমি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছো ?" যতক্ষণ না পর্যন্ত মনেপ্রাণে বাবার প্রকৃত বাচ্চা হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া যায় না। এই বাবা হলেন মাতার সাথে সাথে পিতাও বটে, তাই নিজেকেই ওনার সম্মুখে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে হয়। যদিও কারও কারও নিশ্চয়তা আছে, কিন্তু ওনার সাক্ষাৎ বিনাই যদি তার মৃত্যু ঘটে, তখন কিন্তু সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। এমন বহু আছে, যারা আর বর্সা পায় না। ফলে তারা প্রজার পদে চলে যায়। বাবা জানাচ্ছেন, নিশ্চয়তা এলেও মাতাপিতার সাথে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ-এরও প্রয়োজন। এরপর নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব রেখে বিশ্ব-সেবার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। এভাবেই অন্যদেরকেও প্রজা বানাতে পারলেই তো বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা হতে পারবে। ঘরে বসে থাকলে তো আর চলবে না - এর জন্য কঠিন পুরুষার্থও করতে হবে যে। কোনও কোনও বাচ্চা এইসব পয়েন্টগুলিকে বিচার সাগর মন্থনও করে না। যেমন - কৃষ্ণ-লীলার আধ্যাত্মিক ভাবগুলিকে খুব ভালভাবে জানা উচিত। কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক লীলা তো সত্যযুগের ঘটনাবলী। যা আদৌ বর্তমান যুগের ঘটনা হতে পারে না। অথচ কত ভাবেই তার নকল করার চেষ্টা করে চলেছে লোকেরা। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে কি কি হয়, কেমন সব প্রাসাদ থাকে - তা তো কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানতে পারো অনুভবে। যাদের সাথে দুনিয়ার অন্যদের কোনও তুলনাই চলে না। তারা সেসব জানলে জিভে কেবল জল আসবে। এই বাবা তোমাদের জন্য এমনই সুখের ব্যবস্থা করেন। বাবা কি আর তার বাচ্চাকে কোনও প্রকারের দুঃখ দিতে পারে ? -

মোটেই না। অথচ এই দুনিয়া যে এখন বড়ই দুঃখের। যেমন কোনও পরিবারে একজন অশান্তিকারী বধূর আগমন ঘটলেই অশান্তিতে বাড়ীর সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যায়। অনেক সংসারের এমন ঘটনা স্বয়ং ব্রহ্মাবাবা তার নিজের চোখেই দেখেছেন।

এখন আর খুব কম সময়ই আছে তোমাদের হাতে। এখনও যদি বাবার প্রকৃত বাচ্চা হতে পারো, বাবার সাহায্য পাবে। আর যদি বাবার উত্তরাধিকারী না হতে পারো, তবে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী -বর্সার সাহায্য পাবে কি প্রকারে ? তাই তো বাবা বলছেন- ভয় পেলে চলবে না। ভয় তো পায় জাগতিক সম্পত্তিবান লোকেরা। তোমাদের এই বাবা তো দাতা। ভক্তি-মার্গেও গরীবদের তোমরা যে অর্থ সাহায্য করেছো তা তো এই বাবারই নামে (উদ্দেশ্যে)। আর সেই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের এই জন্মও লাভ করেছো। আর এখন স্বয়ং বাবা সামনে বসে সরাসরি তোমাদের বলছেন- "আমার প্রকৃত বাচ্চা হতে পারলেই তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্যের পদ অবশ্যই দেবো আমি।" শিববাবার নিজের জন্য তো আর কোনও বাড়ী-ঘর ইত্যাদি বানাবার প্রয়োজন নেই। লোকেরা হয়তো তোমাদের কাছে জানতে চাইতে পারে, বিনাশ যখন আসবেই তখন এইসব বাড়ী-ঘর ইত্যাদি এতসব বানাচ্ছে কেন তোমরা ? তাদেরকে বলো, তখন সেই সময়ে তবে আর কোথায় থাকবে তোমরা ? যারা শেষের দিকে আসবে, তাদেরও তো থাকার সংস্থান চাই।

বাচ্চারা, অন্তিম তোমরা নানা প্রকার কঠিন দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমরা তখন নিজেদের খুশীতেই থাকবে। বিনাশ যতই নিকটে আসতে থাকবে, বাবার দ্বারা তোমাদের সাক্ষাৎকারও তত বেশী হতে থাকবে। এই সময়ে যে বাবার যত বেশী সাহায্যকারী বাচ্চা হবে, আগামী ভবিষ্যতে সে তত বেশী সুখ পাবে। এমন কি দুঃখের মাঝেও সে সুখের অনুভব করবে। যেহেতু এ (অতীন্দ্রিয়) যে এক আশ্চর্য রকমের সুখ। পাকিস্থানে থাকাকালীন এমনই আশ্চর্য আনন্দের কত সুখের অনুভূতি হয়েছিল তোমাদের। স্বর্গের বৈকুন্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্বয়ংম্বর কিভাবে হয়, কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন তারা- বাবা এসবকিছুরই সাক্ষাৎকার করাতেন। তোমরা নিজেরাও এমন আরও অনেক কিছুই দেখতে থাকবে, অবশ্য যদি শিববাবার শ্রীমত অনুসারে চলে কাঁটার মতন পতিত আত্মাদেরও ফুলের মতন পবিত্র, সুন্দর ও কোমল আত্মা, বাবার এই গড়ে তোলার সাহায্যকারী হতে পারো। তবেই তো বলা যাবে - "হিম্মতে মর্দা মদতে খুদা।" অর্থাৎ সাহসী বাচ্চাকেই বাবা সাহয্য করেন। অতএব এমন প্রেমিক বাবাকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত। দুনিয়ার অন্য লোকেরা তো আর তা জানবে না। এই যে এখানে এত অনেক বাচ্চা আছে, তাদেরও তো মাতা-পিতা আছে । এই মাতা-পিতার সাহায্যে বাচ্চারা খুব সুখ ও শান্তিতেই রয়েছে। এই ধরণের মহিমা কোনও লৌকিক (জাগতিক) মা-বাবার ক্ষেত্রে কিন্তু করা হয় না। বাস্তবে তোমরা নিজেরাই তা দেখতে পাও কত অনেক সংখ্যায় বাচ্চা (এই সংস্থায়)। এসব কিছুরই সৃষ্টি এই 'গড-ফাদার'-এর। তোমাকেও সৃষ্টি তিনিই করিয়েছেন, আবার দত্তকও তিনিই নেওয়ান। কিন্তু এসব করান কিভাবে ? তোমাদের এই সৃষ্টি হয় মুখ বংশাবলী (দত্তক) হিসাবে। এইভাবে সহজে বোঝানো যায়। এখন তোমরা রয়েছে ঈশ্বরের কোলে, আগামীতে তোমরা থাকবে দেবী-দেবতাদের কোলে। তারপরে আবার অসুর সম্প্রদায়ের কোলে। এই ঈশ্বরীয় কোলে থাকাকালীন তোমরা প্রথমে যাও শান্তিধাম, সেখান থেকে সুখধাম। আর যখন অসুরদের কোলে আসো, তা হলো দুঃখধাম। এটাই মূলমন্ত্র - এটাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে। বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোপিকারা ডাকতে থাকে। অতএব, তাদের জন্য কোনও না কোনও ব্যবস্থা তো করতেই হয়। বাবা স্বয়ং ছোটো-ছোটো গ্রামগুলিতে তো আর যেতে পারেন না। তাই বড় গ্রামে

এসেই বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় তোমাদের। বাচ্চাদের জন্য বাবাকে তো যেতেই হয়। তোমাদের তা শেখানো হয়, কিভাবে বাবার প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হয়। রাজা জনক ও যখন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তখন অন্যদের ট্রাষ্টী হয়ে রাজ্যভার সামলাতে বলে গেছিলেন। রাজ্যভার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার রচনাকে পালনা, আর তা তো অবশ্যই করতে হয়। তেমনি তোমরাও নিজেকে আত্মা ভেবে বাকী সবকিছুকেই ট্রাস্টি ভাববে। মায়া-রাবণ যেহেতু দুঃখ-কষ্ট দেবার মালিক - তাই রাবণের কোনও মন্দির হয় না। এই কারণেই রাবণের কুশ-পুত্তলিকা বানিয়ে তাকে জ্বালানো হয়ে থাকে। এই রাবণই যত দুঃখ-কষ্টের কারণ, যে কেবল দুঃখ-কষ্ট দিতেই থাকে। সে যত বেশী করে দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে, প্রতি বছরই তার কুশপুত্তলিকাও তত বড় করে তাকে জ্বালানো হয়। যেহেতু শিববাবা সুখদাতা, তাই ওনার নামে বিশাল-বিশাল মন্দিরও বানানো হয়। রাবণের মতন দুঃখদাতার কোনও মন্দির হয় না। রাবণকে তো জ্বালিয়েই দেওয়া হয়, তাই তার কোনও চিহ্নাদিও আর রাখা হয় না। কিন্তু শিববাবার মন্দির তো সবাই দেখতে পায়। ওনার কত পূজা-অর্চনাও হয়। বাস্তবে এই এক ও একমাত্র শিববাবাই হলেন সদাকালেরই পূজ্য। সদাকালের পূজ্য আর কেউই হতে পারে না। তোমরাও প্রথমে পূজ্য হও, পরে পূজ্য থেকে পূজারী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহময় স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে বাবার স্মরণে রেখে অন্যদেরকেও তা মনে করিয়ে দিতে হবে। সর্বদাই এই দানে ব্যস্ত রাখতে হবে নিজেকে। বাবার প্রতি সমর্পিত হয়ে, নিজেকে ট্রাস্টী মনে করে সবকিছুই সামলাতে হবে।

২) সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় দেখতে হবে। এই স্মৃতি যেন সদাই জাগ্রত থাকে যে, খুশীর সাথে নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়টুকু সুন্দরভাবে সমাধা করে আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে।

বরদান :- নিজের মস্তকে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের রেখাকে দেখার সাথে সাথে সর্ব-প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বেফিকির বাদশাহ্ হও

বিস্তার :- বেফিকির (নিশ্চিন্ত) থাকার বাদশাহী, অন্য যে কোনও বাদশাহীর চাইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন কেউ যদি মুকুটধারী হয়ে সিংহাসনে বসে কিন্তু সে সেই সিংহাসনের কারণে ফিকির অর্থাৎ খুব চিন্তায় পড়ে - তখন তা কি আর সিংহাসন থাকে, না কি তা হয়ে যায় চিতা ? যেহেতু ভাগ্যবিধাতা ভগবান স্বয়ং তোমার মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা খোঁদিত করে দিয়েছেন, তাই তো তুমি এমন বেফিকির বাদশাহ্ হয়ে গেছো। সুতরাং সর্বদা নিজের মস্তকের সেই শ্রেষ্ঠ-ভাগ্যের রেখা দেখতে থাকো - বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীয় ভাগ্য - এই ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিজেকে মগ্ন রাখতে পারলে, সর্বপ্রকার চিন্তাই সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান :- একাগ্রতার শক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে আহ্বান করে ঈশ্বরীয় সেবা করাই প্রকৃত সেবা।